দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ 23 JUN 1997
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ১

নোট বই নিষিদ্ধ করা জরুরী

সরকার নবম-দশম শ্রেণীর নোট বইও নিষিদ্ধ করার কথা চিন্তা করিতেছেন, এই মর্মে শিক্ষা-মন্ত্রীর একটি বক্তব্য প্রকাশিত হইয়াছে সম্প্রতি। তাহার পর-পরই শুরু হইয়া গিয়াছে নোট বইয়ের পক্ষে-বিপক্ষে বিতর্ক।

বিপক্ষ মহলের বক্তব্য হইতেছে, নোট বইয়ের অক্টোপাস বাঁধন হইতে ছাত্র-ছাত্রীদের মুক্ত করিতে না পারিলে দেশে লেখাপড়ার মান বৃদ্ধি করা যাইবে না। অপরদিকে নোট বইয়ের পক্ষে যে বক্তব্য রাখা হইতেছে তাহা হইল, দেশের অধিকাংশ স্কুলে পড়াশুনার মান অত্যন্ত নিচু বিধায় নোট বই নিষিদ্ধ করা হইলে ছাত্র-ছাত্রীদের পাসের হার পড়িয়া যাইবে। নোট বইয়ের পক্ষে প্রদত্ত এই যুক্তি শুনিয়া মনে হইতে পারে নোট বইগুলির ন্যূনতম একটি মান আছে, আর তাই সেগুলি পাঠ করিয়া পরীক্ষায় উৎরানো সম্ভব। কিন্তু বাস্তবতা হইতেছে এই বইগুলি আদৌ মানসম্পন্ন নয়। অধিকাংশ নোট বইয়েই সহজ প্রশ্নগুলির সঠিক উত্তর দেওয়া থাকিলেও কঠিন ও কৌশলী প্রশ্নগুলির উত্তর দেওয়া হয় দায়সারাভাবে। সবচাইতে বড় কথা নোট বই নিষিদ্ধ করা হইলে পাসের হার কমিবে কিনা তাহা মোটেই বিবেচ্য নয়, বিবেচ্য বিষয় হইতেছে শিক্ষার মান। আধুনিক বিশ্বের সহিত তাল মিলাইয়া টিকিয়া থাকিতে হইলে আমাদের দেশে শিক্ষার মানের ক্রমাবনতি অবশ্যই রোধ করিতে হইবে। আর এজন্যই অন্যতম ব্যবস্থা হিসাবে প্রয়োজন নোট বই নিষিদ্ধ করা।

নোট বই যে শিক্ষার্থীদের সৃজনশীলতা বা মাথা খাটাইবার প্রবৃত্তিকে নষ্ট করিয়া দেয় সে ব্যাপারে কোন শিক্ষাবিদেরই কোন সংশয় নাই। তাই নোট বই বিরোধী একটি অনুভূতি সর্বদাই অভিভাবক ও বিদ্যোৎসাহী মহলের মধ্যে ক্রিয়াশীল। এতদসত্ত্বেও দেশে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ দুইটি শ্রেণী—নবম ও দশম দেশীর নোট বই দোর্দণ্ড প্রতাপে বাজার দখল করিয়া আছে। নোট বই বিরোধী অনুভূতির কথা বিবেচনায় নিয়া এসব বইয়ের প্রকাশকরা এখন আর 'নোট বই' নাম দিয়া উহা প্রকাশ করে না। এখন নোট বই প্রকাশ করা হয় 'গাইড বই' সাজেশন ইত্যাদি নাম দিয়া। অপরদিকে দীর্ঘদিন পূর্বে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত নোট বই নিষিদ্ধ করা হইলেও 'গাইড', 'ছাত্রসখা', 'ছাত্র বন্ধু' ইত্যকার নাম দিরা সেগুলির প্রকাশনা ও বিক্রয় অব্যাহত রহিয়াছে।

অসংখ্য ভুলে ভরা নিম্নমানের কাগজ, ছাপা ও বাঁধাইসম্পন্ন এই সব বইয়ের দ্বারা শিক্ষার মান বৃদ্ধি করার কথা বলা পরিহাসেরই সামিল। সহজে এসএসসি এবং এইচএসসির বৈতরণী পার হইবার জন্য বিপুল সংখ্যক ছাত্র-ছাত্রী ইহা কিনিয়া থাকে। আর তাই প্রতি বৎসরই নোট বই প্রকাশের নূতন নূতন 'প্রকাশনী গজাইয়া উঠিতেছে।

নোট বই লইয়া এদেশে কম লেখালেখি হয় নাই। সব লেখালেখিতেই একটি অভিমত অভিন্নভাবে প্রকাশিত হইয়াছে যে, নোট বই আর যাহাই হউক মেধা বিকাশের সহায়ক নয় বরং অনেক ক্ষেত্রে ইহা মেধার অপমৃত্যু ঘটায়। এতদসত্ত্বেও এই ব্যবসাটি চালাইয়া যাইবার অনুমতি কেন বহাল রাখা হইতেছে তাহা আমাদের বোধগম্য নয়। ইহা অস্বীকার করার উপায় নাই যে, বর্তমানে বিদ্যালয় ও কলেজগুলিতে শিক্ষকদের পাঠদান অত্যন্ত নিম্ন পর্যায়ে নামিয়া আসিয়াছে। সরকারী-বেসরকারী উভয় প্রকার স্কুল ও কলেজের অধিকাংশ শিক্ষক শ্রেণীকক্ষে যথাযথ পাঠদান অপেক্ষা প্রাইভেট টিউশনি বা কোচিংয়ের ব্যাপারে অধিক আগ্রহী ইহাও সত্য। কিন্তু এই সমস্যার সুরাহা নোট বইয়ের মাধ্যমে করার চেষ্টা গ্রহণযোগ্য হইতে পারে না। আমাদের সুস্পষ্ট বক্তব্য, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে শিক্ষার মান উন্নয়নের জন্য সম্ভাব্য সবরকম উদ্যোগ গ্রহণের পাশাপাশি সকল প্রকার নোট বইও নিষিদ্ধ করিতে হইবে। সেই সাথে নিষেধাজ্ঞা যথাযথরূপে পালিত হইতেছে কিনা সেদিকেও কঠোর দৃষ্টি রাখিতে হইবে।